চতুর্দশ অধ্যায়

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের জন্য বেসরকারি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারিগর। ২০২১-২২ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল মোট দেশিয় উৎপাদনের ২৪.০৬ শতাংশ। অন্যদিকে জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২২ মেয়াদে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ২,৬৫৯.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ সরকার বেসরকারি খাতের প্রসার ও এই খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ধরণের নীতি ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান এবং বিনিয়োগ সহজীকরণ এর জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তৈরি করা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) মোট ৬৭২টি প্রকল্প নিবন্ধিত করেছে অবকাঠামো, জ্বালানি এবং শিল্প উৎপাদন খাতে যার মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হচ্ছে ৭,৫৬,৮৩৬ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি (বেজা) অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেখানে ইতিমধ্যে ৩৮টি কোম্পানি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে এবং ৭০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন রয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে ৫০,০০০ টি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি (বেপজা)তে মোট ৪৫২টি প্রতিষ্ঠান চালু আছে এবং ৯৩টি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যেখানে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিনিয়োগের পরিমান দাড়িয়েছে ২৫৫.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ৭৮টি পিপিপি প্রকল্পের মধ্যে বেসরকারি অংশীদারদের সাথে ১৭টি পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার আনুমানিক প্রকল্প ব্যয় ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ১১,২৪,১৯৩ টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট ২,২০,৪৮৯.৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা গত বছরের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশী। এছাড়া, দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন এবং বীমা খাতে বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ রয়েছে। বেসরকারি খাতের মাধ্যমে আরো বেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাগুলির সেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ সমূহকে অধিকতর কার্যকারী ভূমিকা রাখা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় ওয়ান-স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) এর সূচনা করা হলে এবং ব্যবসা/বিনিয়োগ বিষয়ক নীতিগত জটিলতা হ্রাস করা গেলে তা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের বেসরকারি খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, আয় বৃদ্ধিতে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এবং উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সুনির্দিষ্টভাবে, বেসরকারি খাত এদেশের বিদ্যুত এবং পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করেছে, অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে এবং বিভিন্ন ধরণের গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছে। এসব কারণে, বেসরকারিখাত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম চালিকাশক্তি এবং লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির অন্যতম উৎস। স্বাধীনতার পর থেকে সরকারের উদারীকরণ এবং বেসরকারিকরণ নীতির জন্য এদেশে বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছে, যেমন- ১৯৭১ সালে যেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল প্রায় ২১,৬০৮ টি, তা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০২৩ নাগাদ ২,৮০,৯৮৯ টিতে দাঁড়িয়েছে। (যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের পরিদপ্তর)। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ৩১.৬৮ শতাংশ,যার মধ্যে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ হচ্ছে ২৪.০৬ শতাংশ। সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক অর্থায়ন এর মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় অবকাঠামো, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা সহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। এই সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বেসরকারি খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়করণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ সহজীকরণের সুবিধার্থে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন

কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর মতো শিল্প-নির্দিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে তার উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), ক্ষুদ্র ব্যবসাকে সহায়তা প্রদানের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অবকাঠামো এবং সরকারি সেবা প্রদানে বেসরকারি অংশগ্রহণ এর জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ (পিপিপি কর্তৃপক্ষ) প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও, সরকার বেসরকারি খাতের জন্য একটি অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করতে বেশ কিছু নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে ব্যবসা নিবন্ধন পদ্ধতিকে সহজ করা, বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ প্রদান এবং তাদের জন্য ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সুবিধা চালু করা।

বিনিয়োগ পরিবেশ

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং বেসরকারি খাতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। সরকার ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে এবং এদেশে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতির সংস্কার সাধন করেছে। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ এজেন্সির সাথে সমন্বয় করে বিশ্বব্যাংকের ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস ইনডেক্সের অবস্থানগত উন্নতির জন্য এসব সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছে। উল্লেখ্য যে, গত সেপ্টেম্বর ২০২১ এ, বিশ্বব্যাংক ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে ব্যবসা এবং বিনিয়োগের পরিবেশ মূল্যায়নের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের উপর কাজ করছে। তবে, গত ১৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল কমিটি ফর মনিটরিং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ডুয়িং বিজনেস (এনসিএমআইডি) এর নবম সভায় ব্যবসায় সহজতা সূচকে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত সভায় বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রণীত সূচক ও অনুমিত বিষয়সমূহ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নে প্রযোজ্য সংস্কার ও কার্যক্রম নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়।

উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিডা কর্তৃক বাংলাদেশে ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (বিসিপ) নামে একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া কর্মপরিকল্পনায় যে সকল সংস্কারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা সকল সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন, ব্যবসায়িক সংগঠন এবং দেশি ও বিদেশি ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের মতামত সংযোজন, বিয়োজন অথবা পরিবর্তনপূর্বক খসড়াটি আরো সমৃদ্ধ, ফলপ্রসু ও কার্যকর করা এবং প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়ন পদ্ধতি চুড়ান্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে গত ১৬ জুন ২০২২ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামতের আলোকে ৭টি পিলারের বিপরীতে মোট ১১০টি সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিসিপ কর্মসূচীটি এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান।

ইতোমধ্যে বিডা ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থার ১৫০ টির ও বেশি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনলাইন ভিত্তিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের কার্যক্রম চালু করেছে। এই অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থাগুলিকে একত্রিত করা হয়েছে যেন দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ প্রয়োজনীয় সেবা দ্রুততর সময়ে পেতে পারে। ফলে এখণ স্বয়ংক্রিয়, কাগজবিহীন এবং নগদটাকায় লেনদেন মুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও পারমিট সমূহ অনেক কম খরচে এবং কমসময়ে পেতে পারেন। এই উদ্যোগটি দেশের সামগ্রিক ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে এবং অধিকতর বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সহায়ক হয়েছে। বর্তমানে এই অনলাইন সেবার মাধ্যমে বিডাসহ ২৩ টি সংস্থার ৬৩ টি সেবা প্রদান করা হয় এবং এউদ্দেশ্যে বিডা এপর্যন্ত ৪৩টি সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে (সংযোজনী-১৪.১)।

আন্তর্জাতিক ঋণমান নিয়ন্ত্রণকারী তিনটি প্রতিষ্ঠান Standard and Poor's (S&P), Moody's এবং Fitch বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সার্বভৌম ঋণমান অবস্থান প্রকাশ করে। এদের রেটিং তালিকায় ২০২১ সালে S&P, Moody's এবং Fitch বাংলাদেশকে যথাক্রমে BB-, Ba৩, এবং BB-মান প্রদান করেছে। প্রতিটি সংস্থাই প্রতিবছর এ ঋণমান পুনর্মূল্যায়ন করে। বাংলাদেশ পরপর এগারোবারের মত Moody's এবং দশমবারের মত S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba৩ ও BB- রেটিং অর্জন করেছে। এছাড়া, Fitch Rating এ বাংলাদেশ পরপর অষ্টমবার BB- রেটিং পেয়েছে যা দেশের স্থিতিশীল বিনিয়োগ পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দৃঢ় অবস্থানের প্রতিফলন।

বাংলাদেশের বিনিয়োগ চিত্র

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

২০২২ (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) সালে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২,৬৫৯.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে সমমূলধন ৭৫২.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পুনঃবিনিয়োগ ১,৮৭২.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও আন্তঃকোম্পানি ঋণ ৩৩.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২ থেকে ২০২২ (সেপ্টেম্বর, ২০২২) সাল পর্যন্ত বৈদেশিক বিনিয়োগের গতিধারা লেখচিত্র ১৪.১-এ উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.১: প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ

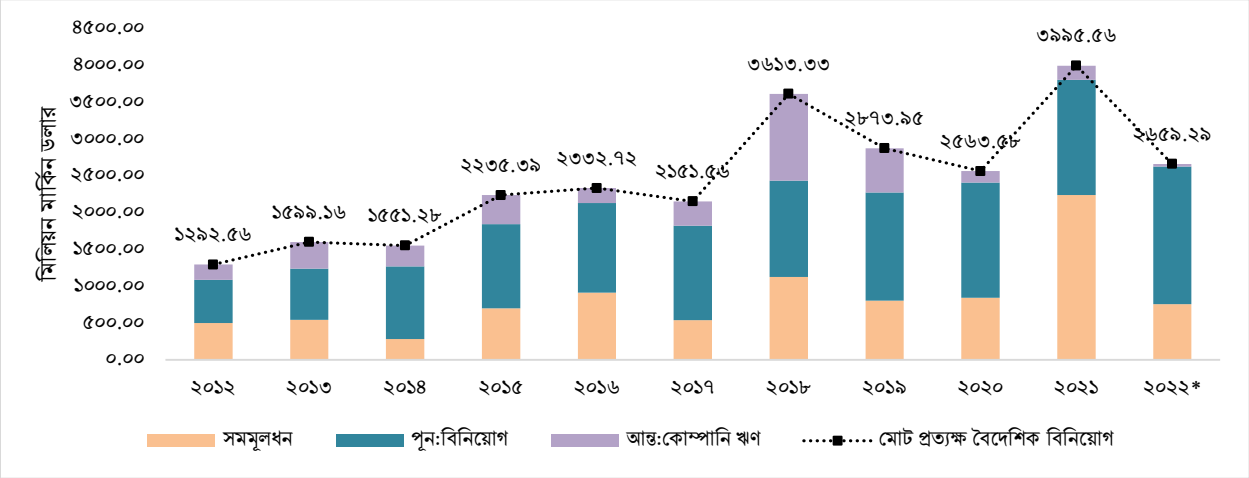

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত।

মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ এর মধ্যে পুনঃবিনিয়োগ সবচেয়ে বেশী, এর পরে রয়েছে সমমূলধন ও আন্তঃকোম্পানি ঋণ। পুন:বিনিয়োগের এই প্রবাহ মূলত: বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশের উপর বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান আস্থাকে নির্দেশ করে। সারণী-১৪.১-এ বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ ২০১২ থেকে ২০২২ (সেপ্টেম্বর ২০২২) উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.১: বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগের উপাদান	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
সমমূলধন	৪৯৭.৬৩	৫৪১.০৬	২৮০.৩০	৬৯৬.৬৭	৯১১.৩৮	৫৩৮.৯০	১১২৪.১৬	৮০৩.৭০	৮৪২.২৯	২২৩৮.৭০	৭৫২.৯৫
পুনঃবিনিয়োগ	৫৮৭.৫৩	৬৯৭.১১	৯৮৮.৮১	১১৪৪.৭৪	১২১৫.৩৯	১২৭৯.৪২	১৩০৯.১১	১৪৬৭.৩৫	১৫৬৬.১২	১৫৬২.২৭	১৮৭২.৬৩
আন্তঃকোম্পানি ঋণ	২০৭.৪০	৩৬০.৯৯	২৮২.১৭	৩৯৩.৯৮	২০৫.৯৫	৩৩৩.২৪	১১৮০.০৬	৬০২.৯০	১৫৫.১৭	১৯৪.৫৯	৩৩.৭১
সর্বমোট	**১২৯২.৫৬**	**১৫৯৯.১৬**	**১৫৫১.২৮**	**২২৩৫.৩৯**	**২৩৩২.৭২**	**২১৫১.৫৬**	**৩৬১৩.৩৩**	**২৮৭৩.৯৫**	**২৫৬৩.৫৮**	**৩৯৯৫.৫৬**	**২৬৫৯.২৯**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।* জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ক্রমাগত বর্ধনশীল। এই ধারা বিনিয়োগের গন্তব্য হিসাবে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে এবং বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশকে নির্দেশ করে। তবে বিদ্যমান অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করে এবং উন্নত ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে অধিকতর প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার সুযোগ রয়েছে।

স্থানীয় বিনিয়োগ

মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির পরিসংখ্যান হতে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে ৬৫

শতাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

বাংলাদেশ সরকার মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন শুল্কমুক্ত আমদানি সুবিধা প্রদান, নগদ প্রণোদনা, এবং কর ছাড়। এছাড়া, সরকার মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধার্থে এবং শিল্প উন্নয়নের জন্য কয়েকটি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত) ৩,৩৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে একই সময়ে এ আমদানির পরিমাণ ছিল ৫,৪৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.২-এ ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.২: মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

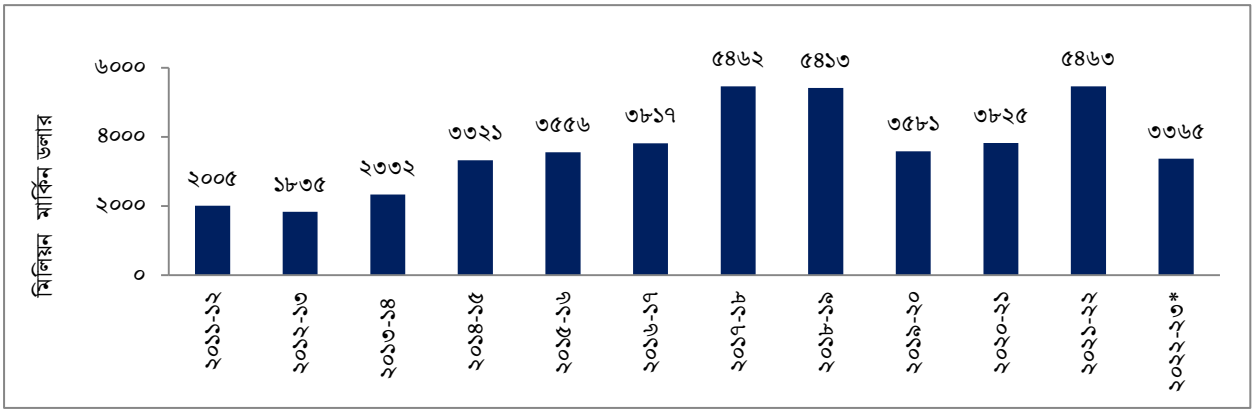

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক * ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত

যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বৈদেশিক)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন। ২০১১-১২ অর্থবছর হতে বিডায় নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি ১৪.২ এ দেখানো হলো। ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট ১,৯৫৬টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনা এসেছিল যার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ছিল ৮,৭৮,৯৩৭ মিলিয়ন টাকা। যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) মোট ৬৭২টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে যার প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৭,৫৬,৮৩৬ মিলিয়ন টাকা।

সারণি ১৪.২ ঃ বিডায় বেসরকারি বিনিয়োগ প্রস্তাব নিবন্ধন

অর্থ বছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		মোট প্রস্তাবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	মিলিয়ন টাকা	প্রকল্প	মিলিয়ন টাকা	প্রকল্প	মিলিয়ন টাকা	
২০১১-১২	১৭৩৫	৫৩৪৭৬৯	২২১	৩৪৪১৬৮	১৯৫৬	৮৭৮৯৩৭	(-) ১০
২০১২-১৩	১৪৫৭	৪৪৬১৪৮	২১৯	২২০৭২১	১৬৭৬	৬৬৬৮৭০	(-) ২৪
২০১৩-১৪	১৩০৮	৪৯৭৫৯৩	১২৪	১৮৫৩১৮	১৪৩২	৬৮২৯১১	(+) ২.৪০
২০১৪-১৫	১৩০৯	৯১২৭৩১	১২০	৮০৬১৯	১৪২৯	৯৯৩৩৪৯	(+) ৪৫.৪৬
২০১৫-১৬	১৫১১	৯৪৫৮৫৪	১৫১	১৫৫৭৬০	১৬৬২	১১০১৬১৪	(+) ৯.৮৬
২০১৬-১৭	১৫৭৮	৯৯৬৭২৬	১৬৭	৮৫৫৮৯২	১৭৪৫	১৮৫২৬১৮	(+) ৬৮.১৭
২০১৭-১৮	১৪৮৩	১২৫৭৯৯২	১৬০	৮১৪৯৩৩	১৬৪৩	২০৭২৯২৫	(+) ১১.৮৯
২০১৮-১৯	১১৯৮	৭০৬৯৬০	১৭০	৪৩৩৯৯৬	১৩৬৮	১১৪০৯৫৬	(-) ৪৪.৯৬
২০১৯-২০	৭৩৯	৬৩৯৯৩২	১৬৬	৪১২৩৩২	৯০৫	১০৫২২৬৪	(-) ১১.৮৪
২০২০-২১	৯৮৬	৫৬৫৯১৪	১০৯	৮৯৭৪৫	১০৯৫	৬৫৫৬৫৯	(-) ৩৭.৬৯
২০২১-২২	১০১৫	১২৫৮৬৬৯	১০৯	১৫৫৬৫২	১১২৪	১৪১৪৩২১	(+) ১১৫.৭১
২০২২-২৩*	৫৯৫	৫০৪১৭০	৭৭	২৫২৬৬৬	৬৭২	৭৫৬৮৩৬	(-) ৪৬.৪৯

সূত্রঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

খাতভিত্তিক স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে, বিডায় নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ প্রকল্পের আর্থিক মূল্য ছিল ৯,১২,৭৩০ মিলিয়ন টাকা যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দাঁড়িয়েছে ৫,০৪,১৭০ মিলিয়ন টাকায়। লেখচিত্র-১৪.৩ এ দেখা যাচ্ছে যে এই সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় খাত ছিল রাসায়নিক খাত (২১%), তারপরে অন্যান্য প্রধান খাতগুলির মধ্যে রয়েছে সেবা (২০%), কৃষি-ভিত্তিক শিল্প (১৪%) এবং প্রকৌশল (১১%)। সারণি-১৪.৩ এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত সময়ে বিডায় নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির সাম্প্রতিক ধারা উপস্থাপন করা হলো।

লেখচিত্র ১৪.৩: খাতভিত্তিক স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

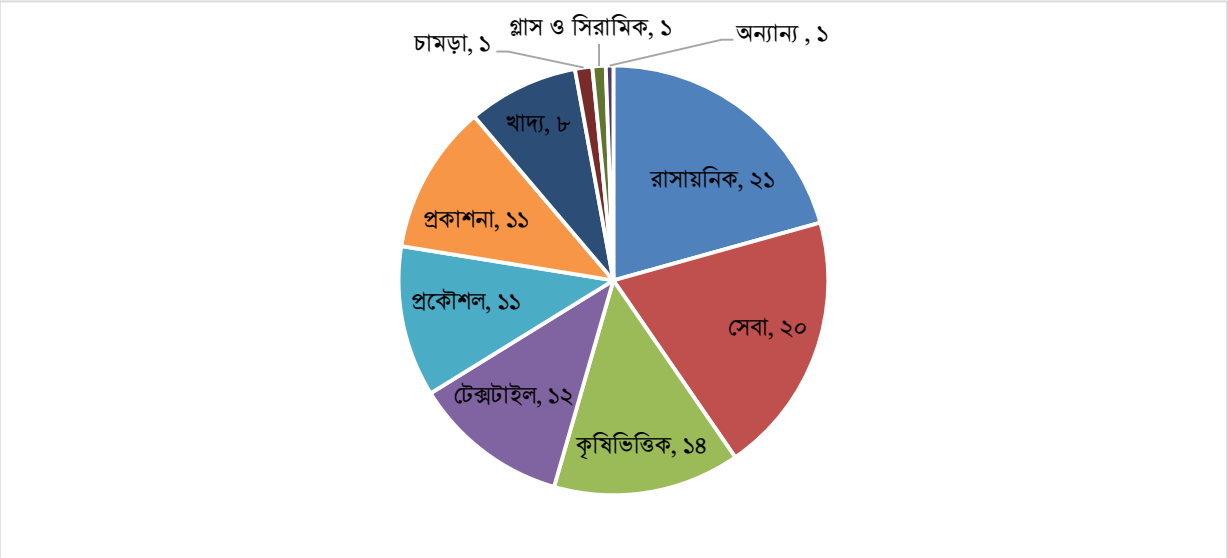

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ২০২২- ২০২৩ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত)।

সারণি ১৪.৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	১১৩৮২০.২৫	১০৬৫৭১.১৪	৬৬৯৮৬.৭৮	৮১৭৭৪.২৩	৪৫৬০৮.৩৭	৩১৩৩৯.২৮	৯৫০৮৩.২৬	৪৫৫১৩.৪৬	৭০৮৮৩.১৪
ফুড এন্ড এলাইড	৪২৭৯২.২৬	২৬১৯৬.৪৭	৭৭৭২৩.৩৫	৩৭১৬৮.৭২	৩৩১২১.৩৭	২৩২৪৪.৭৪	৪২৫৮৫.৭০	৩৪৯৬৯.৭৭	৪১৯৭৬.২৯
টেক্সটাইল শিল্প	১৭৬৪৭৩.৩৪	১৬৯১১৭.০৫	১৮৯৭০৫.৮৮	২৫৭৭৯২.৫২	১৩৭৩৬৪.৮০	৫৮৯৩৫.৯৮	৩৬১৪১.৯৪	১৯৫২৬৩.৬৯	৫৯১৭২.২০
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	৭৯০৭.৮৩	৭০৪৯.৭৪	২৬১০৭.৬২	১১৬১৮.৩৮	২৪৬১৮.৩৮	২২২৮৬.৮৯	৯৩৬৭.২৯	১৮৪৭১.৯৬	৫৬৭৩৪.০৭
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	৫৫৫১.৮১	১৫০৫২.৪০	১৫০৬৮.১৯	১৯৩৮৫.০৫	১৯৯৭৬.৩৬	১৪৪১৭.৬১	১৮৯৮৭.৪৪	২৫৭৬৮.৮৮	৬৫৫৪.৫৫
কেমিক্যালস শিল্প	২৩০৮৪৩.৪৩	৩১৮২৪০.৬৪	২২৯৯১১.৭০	৩৮৯৯২৫.৪০	২২৩৩৬১.২১	৮৩৩৬৪.৯৬	১৮১৫৫৩.৮৯	২৫৩৯১০.৩৪	১০৪২০৫.৭৪
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	১৯২৫৪.৬২	৭৬৫০.৪৮	২৩৮০৮.৫০	১৬৪০৫.৯৬	২৬৯৮০.৩৭	৯৮২১.০০	২৮৩৮৯.৩৭	১৭২১১.৪১	৫০২৮.৮৬
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	৮৯৮৯৭.২৫	১৩৩৮৪৭.১৪	১৬০০০৯.৫৭	১৩৫২৮৭.২৪	৯৪১৮৪.১১	৮৭০৬২.৭৭	৮৩১১৭.৬২	১২১৩৮৬.২২	৫৭২৬৪.৭৭
সার্ভিস শিল্প	২০৯৬৫৪.২৩	১০৭৫১২.৭৫	১৩৪১৮৭.৮৯	২৯৫৪০৩.৬৭	৯৮১২৮.৯২	৩০৩০৪৮.৫৫	৬৫৭৮২.৮০	৫৩৭৮৬৪.৩৬	৯৯৪৯৫.০৯
বিবিধ শিল্প	১৬৫৩৫.৭০	৫৪৬১৬.২৩	৭২৬৯৫.১২	১৩২৩০.৫০	৩৪৯৭.১৬	৬৪১০.২৫	৪৯০৪.৩২	৮৩০৯.৩৫	২৮৫৫.১৭
সর্বমোট	**৯১২৭৩০.৭২**	**৯৪৫৮৫৪.০৪**	**৯৯৬২০৪.৬**	**১২৫৭৯৯১.৬৭**	**৭০৬৮৪১.০৫**	**৬৩৯৯৩২.০৩**	**৫৬৫৯১৩.৬৩**	**১২৫৮৬৬৯.৪৪**	**৫০৪১৬৯.৮৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

খাতভিত্তিক বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিশ্বের ২০টি দেশ হতে মোট ৭৭টি বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা)-তে নিবন্ধিত হয়েছে যার প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমান ২,৫২,৬৬৬ মিলিয়ন টাকা। খাতভিত্তিক বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ২০২২-২৩ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২৩) অর্থবছরে নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাসমূহে সার্ভিস খাতে শিল্প

প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো কৃষিভিত্তিক খাত (৯%), টেক্সটাইল শিল্প খাত (৪%) এবং অন্যান্য খাত (৮%) । লেখচিত্র-১৪.৪ এ ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিন্যাস তুলে ধরা হলো। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর খাতভিত্তিক বিবরণ সারণী- ১৪.৪ এ উপস্থাপন করা হলো।

লেখচিত্র ১৪.৪: খাতভিত্তিক বিদেশি/যৌথমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন

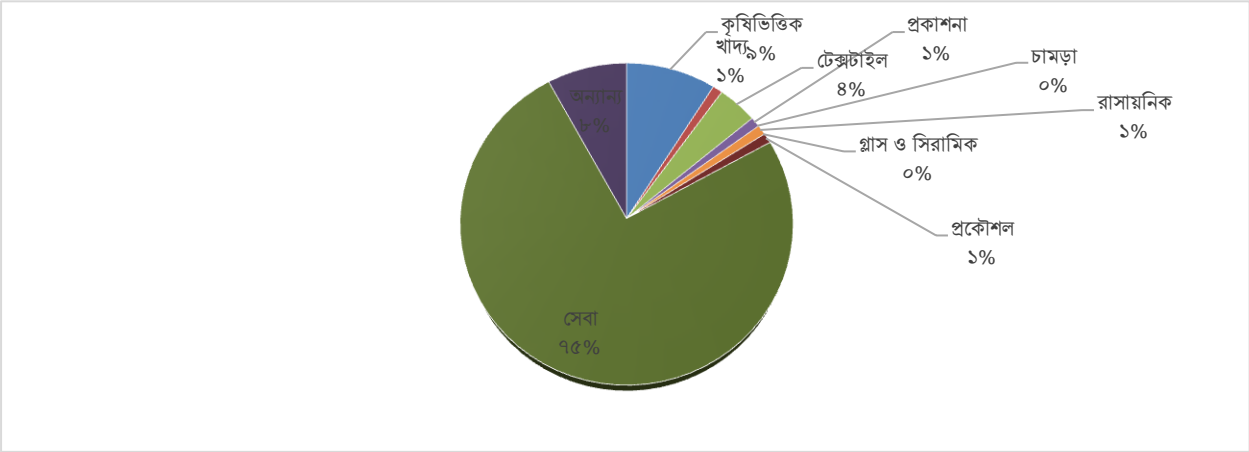

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ২০২২-২৩ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত)।

সারণি ১৪.৪ঃ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩ *
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৩৮.১৯	৩৩.৫৬	২৭.৩৬	১১৬০.৩৩	২৭.৩৩	৫.৭১	১৫৫.৪২	২৪১.৭৪
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	৬.৮০	১৪.৪৯	১৭৫.০৯	৩৪.৫৫	৩০.৯১	৬.৫৮	৫৬.৩৭	১৭.৫৩
টেক্সটাইল শিল্প	১৬.১০	০.৪৫	১২৭.৫৩	১৮৩.৭১	৫.৩৬	৪.১৭	২০৬.৫৮	৯৩.৭৭
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	১.৮৫	-	৫.১৪	১.৫৪	৭.১৭	০.৬৮	৯.১০	১৫.৬১
ট্যানারী ও চামড়া শিল্প	১১.৩৬	৩.৩৪	৫৫.২৫	১৬.৬৪	৮৯.৫০	৩০.৭১	৩.২৩	৮.৬২
কেমিক্যালস শিল্প	৫১.৫২	১৬.৭৫	৬০৬৫.২২	৭২.৯১	২৬.৪৪	৩৭.৯৩	২১১.১৯	৩৭.১২
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	৭.০১	১২.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	২৮.৩২	৭.৪৯	০.৪৪
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	২২২.২৪	২৫৩৫.২৮	২৬৮.৯৫	২১৬.১৬	২৯৭১.৬৪	১৩১.২২	১৩৫.৩২	২৪.৫০
সার্ভিস শিল্প	১০৭.৯৮	৭৫১৫.০২	১৩৪৯.৭৯	২১৩.৪৪	১২২.৩২	৬৬৯.২৯	৯৪১.৪২	১৯১৮.৭৬
বিবিধ শিল্প	৫১.৯৮	২৪৫.৯৯	১৬৬৭.৯৯	৩১২৬.১৫	২৩৭.৯৮	৩.৫৭	৮৬.০২	২০০.০২
মোট	৫১৫.০৩	১০৩৭৭.৬৪	৯৭৪২.৩২	৫০২৫.৪৩	৩৫১৮.৬৫	৯১৮.১৮	১৮১২.১৪	২৫৫৮.১১

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, * ফেব্রুয়ারি ২০২৩।

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিশ্বের ২৩টি দেশ হতে মোট ৭৭টি বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) নিবন্ধিত হয়েছে। এদের বেশীরভাগই এসেছে ইউরোপিয়ান দেশসমূহ থেকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ এ অধ্যায়ের শেষে সংযোজনী- ১৪.২ এ উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন

কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরী এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ২,০৬,৪১৫ টি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে (লেখচিত্র-১৪.৫)।

লেখচিত্র ১৪.৫: ২০১১-১২ হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংখ্যা

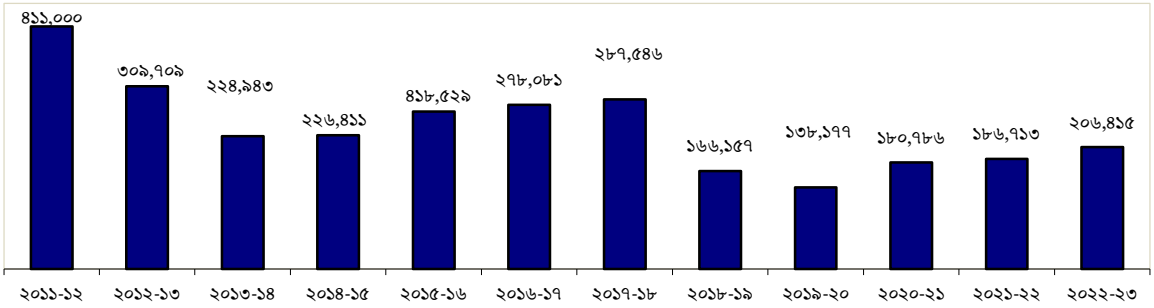

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, *ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে থাকে।

২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২৩) পর্যন্ত ১,১৫৬ টি বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাবের অনুমোদিত ঋণের পরিমান ২১,১৫৪.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র-১৪.৬ এ বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব ও ঋণের পরিমাণ উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৬: বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

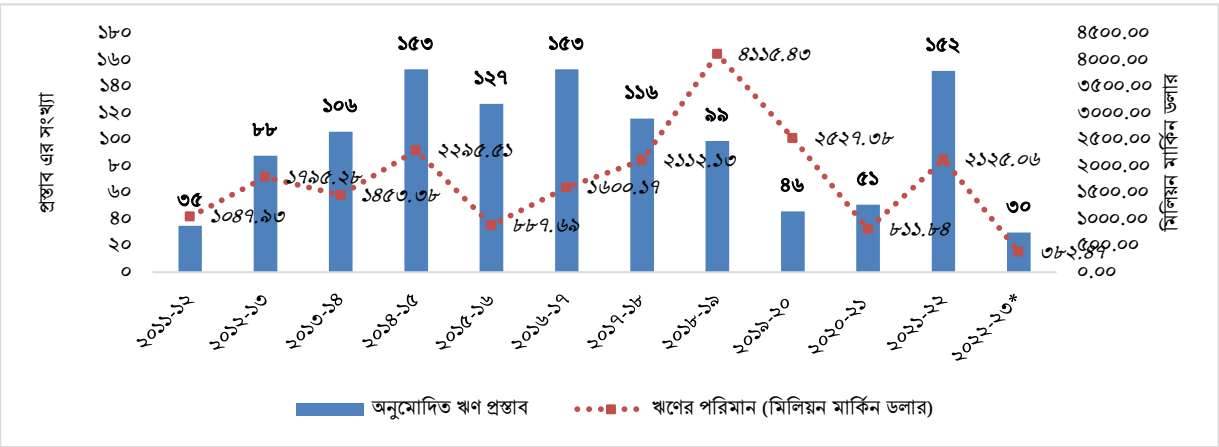

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

বাণিজ্যিক অফিস অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপন ও মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে থাকে। সারণি ১৪.৬ এ ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি) স্থাপনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৫ ঃ অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস এর পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	ব্রাঞ্চ অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি)	লিয়াজোঁ অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি)	প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি)
২০১৩-১৪	৯৬	২১৫	৭
২০১৪-১৫	১২০	২৪৯	১১
২০১৫-১৬	১০২	২২২	১৫
২০১৬-১৭	১২০	২১১	১১
২০১৭-১৮	১৮৪	২৫৭	১৪
২০১৮-১৯	১৪৬	২১২	১৮
২০১৯-২০	১৫৩	২১৬	১১
২০২০-২১	১৯৯	২৫২	২০
২০২১-২২	১৮৭	২৩৮	১৬
২০২২-২৩*	১১৪	১৫২	১৮
মোট:	**১৪২১**	**২২২৪**	**১৪১**

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের বিনিয়োগে প্রোমোশন কর্তৃপক্ষসমূহ

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ২০১৬ সালে তৎকালীন বিনিয়োগ বোর্ড এবং প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূত হওয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আইন, ২০১৬ এর মাধ্যমে বিডা গঠিত হয় এবং ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ থেকে কার্যকর হয়। বিডা বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয়, বিদেশি এবং যৌথ উদ্যোগ সংস্থাগুলির বিনিয়োগের সুবিধা, বিদেশি ঋণ অনুমোদন এবং এদেশে তাদের শাখা অফিস স্থাপনে সহযোগিতা করে থাকে। বিশ্বব্যাংক, আইএফসি, এডিবি, জাইকা এর মত উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে এবং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বিজিএমইএ, বেসিস এবং ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতো ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বিডা কাজ করে থাকে।

বিডা এর লক্ষ্য হল বেসরকারি খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান এবং সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক উদ্যোগ এবং তাদের অব্যবহৃত জমি বা সুবিধা ব্যবহার করে আরও উপযোগি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রশাসনিক সমন্বয় করা ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে দ্রুত সেবা প্রদান করা। ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশসৃষ্টিসহ শিল্প, অবকাঠামো, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও সেবার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিডা কাজ করছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা)

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিদেশি ও স্থানীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ ও সুবিধা প্রদানে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ।বর্তমানে দেশে ৮টি ইপিজেড রয়েছে, এগুলো হচ্ছে- চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী (নারায়ণগঞ্জ) এবং কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) ইপিজেড। চলতি অর্থবছরে ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত, ইপিজেড থেকে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৩৬১.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে, বেপজার আওতাধীন ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৪,৮৬,৩০৪ জন বাংলাদেশি কর্মরত আছেন যার মধ্যে ৬৬ শতাংশই নারী।

ইপিজেডগুলো রপ্তানিপণ্য বহুমুখীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে ইপিজেডসমূহে উৎপাদিত পণ্যের ৫৭ শতাংশই গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল ছাড়া অন্যান্য পণ্য তৈরি হয়ে থাকে। ইপিজেড এ এপর্যন্ত জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, কুয়েত, রুমানিয়া, মার্শাল আইল্যান্ড, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড এবং বাংলাদেশ সহ ৩৮টি দেশের বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করেছে।ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা, ইপিজেডের কাছাকাছি পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য ইপিজেড শ্রম আইন প্রবর্তন ইত্যাদি কারণে, ইপিজেডগুলিতে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) ১৭ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ৪১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের জন্য বেপজার সাথে ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যা বাস্তবায়িত হলে ৫৯,৩৪২ টি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) দেশ ও বিদেশ থেকে বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের জন্য ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চল

অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ১০টি অঞ্চল বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে এবং ২৯টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এপর্যন্ত ১২ টি অঞ্চল বেজা থেকে প্রাইভেট ইকোনমিক জোন লাইসেন্স নিয়েছে এবং এই অঞ্চলগুলিতে আনুমানিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের এই বিনিয়োগ সহ সামগ্রিকভাবে, অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ৩৮টি কোম্পানি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে এবং বিভিন্ন জোনে ৭০টি শিল্প নির্মাণাধীন রয়েছে। এই শিল্পগুলি এ পর্যন্ত ৫০,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। বেজার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক. উন্নয়ন কর্মকান্ড চলমান রয়েছে এরূপ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ হচ্ছে-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল, জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল, বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল, শ্রীহট্ট ইকোনমিক জোন, মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল, কর্ণফুলী ড্রাইডক স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল, বে ইকোনমিক জোন, সিটি ইকোনমিক জোন, কুমিল্লা ইকোনমিক জোন, এবং আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন।

খ. অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে উল্লেখযোগ্য বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এসেছেন জাপান, চীন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও নরওয়ে থেকে।

গ. বেজা এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ২৭টি বিভাগের আওতাধীনে থাকা ১২৫টি সেবা প্রদান করে যার মধ্যে ৫০টি সেবা অনলাইনে প্রদান করে থাকে। এই সেবাপ্রদান প্রক্রিয়াটি জাইকার প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথে ক্রমাগত সমন্বয়ের মাধ্যমে করা হচ্ছে এবং এটি ব্যবসা সহজতর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঘ. বেজা মহেশখালীতে সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক, টেকনাফে সাবরাং ও নাফ ট্যুরিজম পার্ক নামে ৩টি পর্যটন পার্ক স্থাপন করছে। সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে ইতিমধ্যে ১৭টি কোম্পানিকে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং এখানে উন্নয়নের কাজ চলছে।

ঙ. বেজার আওতায় ৪টি জিটুজি ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নাধীন এবং সেগুলি হল- ১০০০ একর জমিতে বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চল), ৭৮৩ একর জমিতে চীনা শিল্প অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৮৫৬ একর জমিতে মিরসরাইয়ে প্রথম এবং ১১০ একর জমিতে মংলায় দ্বিতীয় ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল। জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ চলমান এবং জমি বরাদ্দ শুরু হয়েছে। এখানে এখন পর্যন্ত ৫টি বিদেশি কোম্পানিকে জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি, চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির কাজ চলমান।

চ. প্রায় ৩৩ হাজার একর জমির ওপর গড়ে উঠছে বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পিত শিল্প নগরী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর। নির্ধারিত মাস্টার প্ল্যান অনুসরণ করে এখানে বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ইউটিলিটি সুবিধা তৈরি করা হচ্ছে। জেটি, পাওয়ার প্লান্ট এবং সমন্বিত পানি সরবরাহ সিস্টেমসহ মাল্টিমোডাল রোড নেটওয়ার্ক এখানে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এখানে ৪টি শিল্প ইউনিট বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু করেছে এবং ১৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন রয়েছে।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) উদ্যোগ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য গতি অর্জন করেছে। সরকার পিপিপি পদ্ধতিকে অর্থায়নের এবং বেসরকারি খাতের দক্ষতা এবং উদ্ভাবনকে সংশ্লিষ্ট করে সাশ্রয়ী অবকাঠামো নির্মাণ ও দক্ষতার সাথে জনসেবা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে দেখছে। Policy and Strategy for Public-Private Partnership (PPP), ২০১০ এর উপর ভিত্তি করে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সমূহকে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্য ২০১০ সালে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে 'বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন' প্রণীত হলে এবং সেই আইনের আওতায় পিপিপি অফিস পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষে রূপ নেয়। পিপিপি কর্তৃপক্ষ পিপিপি প্রকল্পের উন্নয়ন, স্ট্রাকচারিং এবং বাস্তবায়নে সরকারি খাতকে সহায়তা প্রদান করে। এটি মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অনুমোদনকারী সংস্থা এবং পিপিপি প্রকল্পে আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের জন্য পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের সহযোগিতা প্রদানের একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ মূলত: পিপিপি প্রকল্পের বাস্তবায়ন

মনিটরিং এবং সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে পিপিপি মাধ্যমকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শুরুতে ২০১২ সালে, মোট ৭টি প্রকল্প পিপিপি পাইপলাইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পিপিপি পাইপলাইনে প্রকল্পের সংখ্যা বেড়ে ২০১৬ সালে ৩৯ টিতে এবং ২০২২ সালে ৭৮ টিতে উন্নীত হয়েছে (লেখচিত্র ১৪.৭)। সতেরোটি মন্ত্রণালয় এবং ২৭টি সংস্থা ১১টি খাতের আওতাভুক্ত এই ৭৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই প্রকল্পগুলির মধ্যে, ১৭টি প্রকল্পের জন্য, বেসরকারি অংশীদারদের সাথে আনুমানিক ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প ব্যয়ের পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেসব খাতে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বন্দর, এক্সপ্রেসওয়ে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য ও নগর উন্নয়ন। এর বাইরে ১৯টি প্রকল্প ক্রয় পর্যায়ে এবং ২৫টি প্রকল্প প্রকল্প উন্নয়ন পর্যায়ে রয়েছে। পিপিপি প্রকল্পের তালিকা সংযোজনী-১৪.৩ এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ১৪.৭: ২০১২ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পিপিপি পাইপলাইনে সংযুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা

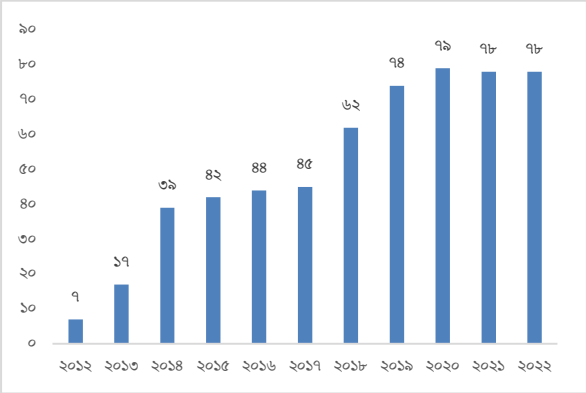

উৎস: পিপিপি কর্তৃপক্ষ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান উল্লেখযোগ্য, দেশের জিডিপির ২৫ শতাংশেরও বেশি এবং দেশের কর্মশক্তির প্রায় ৭০ শতাংশ নিযুক্ত করার অবদান এই খাতের। তবে ভারত, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে এই অবদান জিডিপির প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ। এপ্রেক্ষিতে, আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পসমূহের আরও বেশি অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

সরকার ২০০৭ সালে দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন উদ্দেশ্য নিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। এসএমই ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে এসএমই-এর প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের সেবা এবং সহায়তা কর্মসূচি প্রদান করা। এসকল সহায়তার মধ্যে রয়েছে আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং ব্যবসায়িক পরামর্শ প্রদান। বিদ্যমান নীতিসমূহের সংস্কার সাধন এবং বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে এসএমই সমূহের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করাও ফাউন্ডেশন এর কাজ। এসএমই ফাউন্ডেশন অনেক প্রোগ্রাম এবং উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে- এসএমই লোন প্রোগ্রাম এবং এর মাধ্যমে অংশীদার ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে এসএমইসমূহকে অর্থায়ন প্রদান করা এবং উদ্ভাবনী কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্য ডিজাইনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, বাজার যাচাই ও প্রবেশ, প্রযুক্তিগ্রহণ এবং ব্যবসায়িক উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা।

এই খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য, বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২২ সালে ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসএমই সমূহের জন্য তাদের অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা অব্যাহত রেখেছে। প্রধান পুনঃঅর্থায়ন স্কিমগুলি হল স্টার্ট-আপ তহবিলের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ক্ষুদ্র উদ্যোগ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষি-ভিত্তিক পণ্য প্রক্রিয়করণ শিল্প স্থাপনের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, কুটিরশিল্পের নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ সেক্টর, কৃষি-ভিত্তিক শিল্পে শরিয়াহ ভিত্তিক অর্থায়ন এর জন্য পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের (মহিলা উদ্যোক্তা সহ) এবং কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে নতুন উদ্যোক্তা স্কিম এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আবাসন তহবিলের জন্য পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প। এছাড়াও, এসএমই উন্নয়নের জন্য জাইকার সহায়তায় আর্থিক খাত প্রকল্প, আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট, ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এএফডি), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), কেএফডব্লিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (কেএফডব্লিউ), জার্মান টেকনিক্যাল কো-অপারেশন (জিআইজেড) সহায়তার প্রোগ্রাম রয়েছে। বাংলাদেশের আরএমজি সেক্টরে সেফটি রিট্রোফিট এবং এনভায়রনমেন্টাল আপগ্রেড, বাংলাদেশে নারী ও এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়ন প্রাপ্তি সহজীকরণ উদ্যোগ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট

ব্যাংক (এডিবি) এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন (এসডিসি) সহায়তায় Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্প, এসএমই-এর জন্য স্থানীয় আর্থিক সহায়তা, কোভিড ১৯-এর জন্য ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক এর অর্থ সহায়তা, কোভিড-১৯-এর পরে ছোট আকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প, এবং কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি অ্যান্ড ক্রাইসিস রেসপন্স ফ্যাসিলিটি প্রকল্প।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে এসএমই খাতের অর্থায়ন ও উন্নয়নের জন্য ব্যাংক এবং এনবিএফআই প্রতিষ্ঠানসমূহ এগিয়ে এসেছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের শেষে এসএমই খাতে মোট নেট বকেয়া ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাড়িয়েছে ২,৮২,৮৯৬.৫৪ কোটি যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ১২ শতাংশ বেশি। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত ব্যাংক এবং এনবিএফআই সমূহ ১১,২৪,১৯৩ সংখ্যক এসএমই সমূহকে মোট ২,২০,৪৮৯.৩৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এসএমই-এর সংখ্যা প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯ শতাংশ।

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০' এর আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কালিয়াকৈরে 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি', যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, নাটোরে শেখ কামাল আইটি ইনকুবেশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টার' এবং ঢাকায় 'জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক'সহ বিভিন্ন পার্কে ৩৮.৩৪ লক্ষ বর্গফুট স্পেস নির্মাণাধীন রয়েছে। নির্মিত স্পেস সমূহের মধ্য থেকে ১২.১০ লক্ষ বর্গফুট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫টি হাই-টেক পার্কে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দেশের হাই-টেক পার্কসমূহে এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি ১৭৬টি কোম্পানিকে জমি/স্পেস বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যাদের প্রস্তাবিত ১,২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মধ্যে এ পর্যন্ত ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ১০টি পার্কে সরকার এ পর্যন্ত ১,৩৪১.১৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে, যার ফলে এপর্যন্ত ৩৭,৩৮০ জন তরুণ-তরুণীকে দক্ষতা উন্নয়নের সাথে আইটি স্টার্টআপ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আইটি কোম্পানিতে ৩২,৭০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

কতিপয় নির্বাচিত খাতের বেসরকারি খাত উন্নয়ন কার্যক্রম

আইসিটি খাত

বাংলাদেশের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল খাতগুলির মধ্যে রয়েছে আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) খাত, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এর মূল ভিত্তি হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ। এপ্রেক্ষিতে, বাংলাগভনেট এবং ইনফোসরকার-২ প্রকল্পের অধীনে ১৮,৪৩৪ টি সরকারি অফিসে (মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে, ইনফোসরকার -৩ এর মাধ্যমে ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ চলছে, এবং বাংলাদেশকে ভারত, নেপাল, এবং ভুটান এর সাথে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে এবং ডেটা আদান-প্রদানের ক্ষমতা বাড়াতে বিটিসিএল অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করেছে। পাশাপাশি, ই-সেবার ব্যবহার সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) উন্নয়নের কাজ চলছে।

আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান হয়েছে। এখন পর্যন্ত, ১,০৭০ জনকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অফ থিংস, ব্লকচেইন, রোবোটিক্স, বিগ ডেটা, মেডিকেল স্ক্রাইব, সাইবার সিকিউরিটি ইত্যাদির মতো নতুন প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে আইটি-আইটিইএস প্রকল্পর আওতায়। এসকল প্রশিক্ষিত জনশক্তি দেশে এবং বিদেশে কাজ করছে। ইতোমধ্যে, ২৬৫ জন জাপানিজ মার্কেট টার্গেট করে নেয়া আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে জাপানি ভাষা, জাপানি সংস্কৃতি

এবং আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। তাদের মধ্যে জাপানে ১৮৯ জন এবং জাপান ভিত্তিক বাংলাদেশি কোম্পানিতে ৭৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কর্মসংস্থানের হার ১০০ শতাংশ। এছাড়া, "ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় মোট ৪৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষন প্রদান করে প্রেরণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, আইসিটি খাতে এপর্যন্ত প্রায় ৫ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান করেছে এবং আইসিটি পণ্য থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বর্তমানে ১,৮০০ টি সরকারি সেবা ইতিমধ্যে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং আরও ২,০০০টি সেবাকে রূপান্তরের কাজ চলছে। ডিজিটাল ভূমি সেবার আওতায় ৪৮৬টি উপজেলার ৪,৫১০ টি ভূমি অফিসে প্রায় ৫২ লক্ষ ই-মিউটেশন নিষ্পত্তি করা হয়েছে, সামাজিক নিরাপত্তা নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ২৫ লাখ সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে ডিজিটাল সেবা ব্যবহার করে ১৫৩.৩৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৮ টি ই-চালান সেবার মাধ্যমে ৪,৯৪৮ কোটি টাকার লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে।

আইসিটি খাতে সুশাসনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০০৯), ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি) বিধিমালা, ২০১৯, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতি ২০১৮, সরকারি ই-মেইল নীতি ২০১৮, মেড ইন বাংলাদেশ কৌশল ২০২১, রোবোটিক্সের জন্য জাতীয় কৌশল, বাংলাদেশ ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) সহ বিভিন্ন ধরণের আইন, নীতি ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাত

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাত সাম্প্রতিক সময়ে একধরণের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নকে সুগম করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে চারটি মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর রয়েছে: গ্রামীণফোন, রবি আজিয়াটা, বাংলালিংক এবং টেলিটক। এই অপারেটরগুলি ভয়েস এবং ডেটা সেবাসহ ৩জি এবং ৪জি (এলটিই) সেবা প্রদান করছে। বাংলাদেশে একটি দ্রুত বর্ধনশীল মোবাইল ফোনের বাজার। ২০০৪ সালে মোবাইল ফোনের মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ মিলিয়ন তা ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ১৮২.৬০ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১২৫ মিলিয়ন সক্রিয় ইন্টারনেট গ্রাহক রয়েছে (সারণী-১৪.৬)।

উল্লেখ্য যে, মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের বৃদ্ধি বিশেষভাবে বেড়েছে, দেশে বর্তমানে ১১৩.১৩মিলিয়ন মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক রয়েছে। বাংলাদেশের ব্রডব্যান্ড বাজারও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেশ কয়েকটি কোম্পানি ফিক্সড-লাইন এবং ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদান করছে। আইএসপি এবং পিএসটিএন গ্রাহকের সংখ্যা ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১১.৮৭ মিলিয়নে দাড়িয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তরগুলির মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করা যায়, এসকল উদ্যোগ এই খাতে বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ সহ স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ ভিশন অর্জনের জন্য সহায়ক হবে।

সারণী ১৪.৬: মোবাইল, ফিক্সড ফোন, ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা, এবং টেলিঘনত্ব

গ্রাহক শ্রেণি, টেলিঘনত্ব	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭ (জুন)	২০১৮ (ডিসেম্বর)	২০১৯ (ডিসেম্বর)	২০২০ (ডিসেম্বর)	২০২১ (ফেব্রুয়ারি)	২০২২ (ফেব্রুয়ারি)	২০২৩ (ফেব্রুয়ারি)
মোবাইল গ্রাহক	৮.৬৬	৯.৭৪	১১.৪৮	১২.১৯	১২.৬৪	১৩.৬০	১৫.৬৯	১৬.৫৫	১৭.০১	১৭.৩৩	১৮.১৫	১৮.২৬
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১০	০.১০	০.০৭	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৫৩	০.০৫৬	০.০৫	০.০৪৮	০.০৪৮	০.০৪৬
ইন্টারনেট গ্রাহক (কোটি)	২.৮৪	৩.১০	৩.৫৫	৪.২৮	৬.৬৬	৭.৩৩	৯.১৪	৯.৯০	১১.১৯	১১.২৭	১২.২৮	১২.৫০
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	৬০.৯০	৬৩.৯১	৭৬.৪৪	৭৮.৭৯	৮১.৪৮	৮৭.৩২	৯৬.৩৬	৯৯.২৪	১০০.৬	৯৯.০৯	১০৫.৬৩	১০৪.৩৭

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন।

বিদ্যুৎ খাত

ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্য পূরণের লক্ষ্যে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ১০,২৪৬ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ১০,২১৫ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ১,৮৬১ মেগাওয়াট এবং ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ গ্রিডভিত্তিক মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২৩,৪৮২ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে, যা ক্যাপটিভ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৬,৭০০ মেগাওয়াট। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মোট ৪৪,৬৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে ৪২.২৬ শতাংশই পাওয়া গেছে বেসরকারি খাত থেকে, ৩৯.৮৯ শতাংশ এসেছে সরকারি খাত থেকে, ৭.৮৩ শতাংশ এসেছে যৌথ উদ্যোগ থেকে এবং অবশিষ্ট ১০.০২ শতাংশ আমদানি করা হয়েছে।

শিক্ষা খাত

সরকারিখাত, বেসরকারিখাত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বিত উদ্যোগে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশব্যাপী শিক্ষার সুযোগ, গুণগতমান এবং প্রাসঙ্গিকতা উন্নত হয়েছে এবং শিক্ষাখাত সম্প্রসারণ এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে গেছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০০৮ সাল পর্যন্ত দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১টি। বর্তমানে ১১০টি অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যাদের মধ্যে ১০২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমসাময়িক, আধুনিক ও বিশ্বমানের করার লক্ষ্যে ফলাফল ভিত্তিক শিক্ষা (ওবিই)-এর ভিত্তিতে সমস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম আপডেট করা হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২টি প্রযুক্তিগত সহায়তা কর্মসূচি সহ মোট ৪৬টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকলেও, এটি প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে দেশের সকল নাগরিকদের শিক্ষিত করার পাশাপাশি তাদের উচ্চ শিক্ষা এরূপ হবে যে, বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করতে হলে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা যেন তাদের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে অর্জন করতে পারে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে ৭২টি মেডিকেল কলেজ, ১২টি ডেন্টাল কলেজ, ১৪টি ডেন্টাল ইউনিট, ১৩টি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউশন, ২০০টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট স্কুল, ৯৭টি ইনস্টিটিউশন অব হেলথ টেকনোলজি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ও এনজিওসমূহকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে দেশে ৪,৫৪৪ টি বেসরকারি হাসপাতাল, ৯,১৭৮টি ডায়গনস্টিক সেন্টার এবং ১৭৭টি ব্লাড ব্যাংককে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।বর্তমান প্রেক্ষাপটে, স্বাস্থ্য সেবা, বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ এবং কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ নির্মূলে এনজিওর কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো।

এছাড়াও, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি কর্মসূচির অধীনে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেশ কিছু দেশি-বিদেশি এনজিও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।স্বাস্থ্য খাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা পিপিপি-ভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা এবং এটি এদেশে উন্নয়নধর্মী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পর্যটন খাত

পর্যটনখাত বাংলাদেশের একটি ক্রমবর্ধমান খাত যেখানে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুসারে, জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান ৩.০২ শতাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানের ৮.০৭ শতাংশ এই খাতে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বিপিসি) পর্যটকদের মানসম্পন্ন সেবা প্রদান, আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধা তৈরি, পর্যটন আকর্ষণের বৈচিত্র্যকরণ এবং

মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে এবং বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (বিটিবি) দেশে পর্যটন শিল্প প্রসার ও প্রচারণায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। সরকারিখাতের এই দুটি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বাংলাদেশে পর্যটন খাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে, বেসরকারি খাত পর্যটন অবকাঠামোতে (যেমন, নতুন হোটেল, রিসোর্ট এবং অন্যান্য আবাসন সুবিধা নির্মাণের পাশাপাশি থিম পার্ক এবং বিনোদন কেন্দ্রের মতো পর্যটন আকর্ষণ) এবং পর্যটন সুবিধার উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে।পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অবদান রয়েছে পর্যটন পণ্য উদ্ভাবনে এবং সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পর্যটন বিষয়ক প্রচারণায় (যেমন, নতুন এবং উদ্ভাবনী ট্যুর প্যাকেজ, পরিবহন ব্যবস্থাপনা এবং ভ্রমণ-সম্পর্কিত প্যাকেজ কার্যক্রম/ তথ্য প্রচার) এবং পর্যটন শিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদানে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করার ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য যে, সরকার টেকসই পর্যটনের জন্য বেসরকারি খাতের উন্নয়নকে উৎসাহিত করছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের তথ্যমতে, দেশের বেশ কিছু ইকো-ট্যুরিজম সাইট বেসরকারি খাতের সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তবে, বাংলাদেশের পর্যটন খাত পর্যাপ্ত অবকাঠামো, পরিবহন, বাসস্থান এবং পর্যটন সুবিধার অভাব সহ বেশকিছু সমস্যার মুখোমুখি। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত "The Travel and Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future" প্রতিবেদনে ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, স্থায়িত্ব এবং সমস্যা কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতার মত কতিপয় বিষয় নিয়ে ১১৭ টি দেশের একটি র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে। এই ভ্রমণ ও পর্যটন উন্নয়ন সূচক-২০২১ এ বাংলাদেশ তিন ধাপ এগিয়ে ১১৭ টি দেশের মধ্যে ১০০তম অবস্থানে রয়েছে। এপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিদ্যমান সমস্যাগুলো মোকাবেলা করে এই খাতের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সরকার ও বেসরকারি খাতকে একসাথে কাজ করতে হবে আগামী দিনগুলোতে।

বীমা খাত

ব্যবসা ঝুঁকি হ্রাস ও জনগণের ভবিষ্যত নিরাপত্তা প্রদানে বীমা খাত নিরলসভাবে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন' ছাড়াও বর্তমানে দেশে ৭৯টি বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোরমধ্যে ৪৫টি সাধারণ বীমা এবং ৩৪টি জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। ২০২১ সালে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৪,৭৪৫.৪৩ কোটি টাকা, যা ২০২২ সালে ১৪.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫,৪১৩.১৪ কোটি টাকা। সারণি ১৪.৭ এ সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের প্রবাহ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১৪.৭ঃ সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(টাকা কোটি)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি অংশ (%)	বেসরকারি অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট			সরকারি (%)	বেসরকারি (%)	মোট (%)
২০১২	২১৮.৯২	১৯৪৮.৩৫	২১৬৭.২৭	১০.১০	৮৯.৯০	১০.৮৬	১০.০৮	১০.১৬
২০১৩	১৯০.৯৬	২১০১.৮৪	২২৯২.৮০	৮.৩৩	৯১.৬৭	-১২.৭৭	৭.৮৮	৫.৭৯
২০১৪	১৭৬.১১	২২৬৯.৬০	২৪৪৫.৭১	৭.২০	৯২.৮০	-৭.৭৭	৭.৯৮	৬.৬৭
২০১৫	২০৭.৩১	২৪৩৫.৭০	২৬৪৩.০১	৭.৮৪	৯২.১৬	১৭.৭১	৭.৩২	৮.০৭
২০১৬	২২৩.৪৯	২৫৪৯.৩৮	২৭৭২.৮৮	৮.০৬	৯১.৯৪	৭.৮১	৪.৬৭	৪.৯১
২০১৭	২৩৮.৬৬	২৭৪২.৭৭	২৯৮১.৪৩	৮.০০	৯২.০০	৬.৭৮	৭.৫৯	৭.৫২
২০১৮	৩৪৮.৯০	৩০৪১.৮৯	৩৩৯০.৭৯	১০.২৯	৮৯.৭১	৪৬.১৯	১০.৯১	১৩.৭৩
২০১৯	১৩০০.১৭	৩৪১৮.৬৭	৪৭১৮.৮৪	২৭.৫৫	৭২.৪৫	২৭২.৬৫	১২.৩৯	৩৯.১৭
২০২০	১২৯৫.৩৮	৩৩৯৬.৭৬	৪৬৯২.১৪	২৭.৬১	৭২.৩৯	-০.৩৭	-০.৬৪	-০.৫৭
২০২১	১০৫৪.২	৩৬৯১.২৩	৪৭৪৫.৪৩	২২.২১	৭৭.৭৯	-১৮.৬২	৮.৬৭	১.১৪
২০২২*	১৬৩২.১৫	৩৭৮০.৯৯	৫৪১৩.১৪	৩০.১৫	৬৯.৮৫	৫৪.৮২	২.৪৩	১৪.০৭

উৎসঃ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। * ২০২২ সাল অনিরীক্ষিত তথ্য।

অন্যদিকে, সরকারি 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও ৩৪টি বেসরকারি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান ২০২২ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম হিসেবে আয় করেছে ১১,৪০১.৫৭ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ১,১৪১.১৪ কোটি টাকা বেশি। সরকারি ও বেসরকারি জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.৮ এ বর্ণনা করা হলোঃ

সারণি ১৪.৮ঃ জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি অংশ (%)	বেসরকারি অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট			সরকারি (%)	বেসরকারি (%)	মোট (%)
২০১২	৩৪৩.২০	৬২৪৩.৯০	৬৫৮৭.১০	৫.২১	৯৪.৭৯	১১.৪৭	৫.০০	৫.৩১
২০১৩	৩৬৫.১১	৬৪৭৪.৬০	৬৮৩৯.৭১	৫.৩৪	৯৪.৬৬	৬.৩৮	৩.৬৯	৩.৮৩
২০১৪	৩৮৯.৯৩	৬৬৮৬.৩৯	৭০৭৬.৩২	৫.৫১	৯৪.৪৯	৬.৮০	৩.২৭	৩.৪৬
২০১৫	৪০৩.৭৪	৬৯১২.৩৬	৭৩১৬.০৯	৫.৫২	৯৪.৪৮	৩.৫৪	৩.৩৮	৩.৩৯
২০১৬	৪১২.৫১	৭১৭৫.৯৪	৭৫৮৮.৪৫	৫.৪৪	৯৪.৫৬	২.১৭	৩.৮১	৩.৭২
২০১৭	৪৭৪.৭২	৭৭২৩.৭৩	৮১৯৮.৪৬	৫.৮০	৯৪.২১	১৫.০৮	৭.৬৩	৮.০৪
২০১৮	৫১৩.০৮	৮৪৭৯.০৫	৮৯৯২.১৩	৫.৭১	৯৪.২৯	৮.০৮	৯.৭৮	৯.৬৮
২০১৯	৫৭৪.১২	৯০২৫.৫১	৯৫৯৯.৬৩	৫.৯৮	৯৪.০২	১১.৯০	৬.৪৪	৬.৭৬
২০২০	৬০১.৪৮	৮৯২৬.৫১	৯৫২৭.৯৯	৬.৩১	৯৩.৬৯	৪.৭৭	-১.১০	-০.৭৫
২০২১	৬৬২.১	৯৫৯৮.৩৩	১০২৬০.৪৩	৬.৪৫	৯৩.৫৫	১০.০৮	৭.৫৩	৭.৬৯
২০২২*	৭৬৩.০৮	১০৬৩৮.৪৯	১১৪০১.৫৭	৬.৬৯	৯৩.৩১	১৫.২৫	১০.৮৪	১১.১২

উৎসঃ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।* ২০২২ সাল অনিরীক্ষিত তথ্য।

সংযোজনী ১৪.১
বিডার সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের তারিখ
১.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৮ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি:
২.	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	
৩.	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	
৪.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	
৫.	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	
৬.	সোনালী ব্যাংক লি.	
৭.	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	২৮ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি:
৮.	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৫ জানুয়ারী ২০২০ খ্রি:
৯.	আমদানী ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	
১০.	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	
১১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	
১২.	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো)	
১৩.	ভূমি মন্ত্রণালয়	২৩ আগস্ট ২০২০ খ্রি:
১৪.	পরিবেশ অধিদপ্তর	
১৫.	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	
১৬.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	
১৭.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি:
১৮.	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	
১৯.	নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি.	
২০.	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি.	
২১.	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি:
২২.	নিবন্ধন অধিদপ্তর	
২৩.	ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ	
২৪.	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লি. (বিটিসিএল)	
২৫.	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লি.	
২৬.	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	১৪ জুলাই ২০২১ খ্রি:
২৭.	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর	
২৮.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	
২৯.	মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	
৩০.	দি সিটি ব্যাংক লি.	
৩১.	ফরেন ইনভেস্টর্স চেম্বারস্‌অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	২৯ আগস্ট ২০২১ খ্রি:
৩২.	দি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	
৩৩.	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ	
৩৪.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	
৩৫.	ইষ্টার্ণ ব্যাংক লি.	
৩৬.	বিস্ফোরক পরিদপ্তর	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি:
৩৭.	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	
৩৮.	ওয়ান ব্যাংক লি.	
৩৯.	মেঘনা ব্যাংক লি.	
৪০.	বাংলাদেশ ব্যাংক	১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি:
৪১.	অগ্রণী ব্যাংক লি.	
৪২.	কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলোন পিএলসি	
৪৩.	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	

সংযোজনী ১৪.২
নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
১.	সৌদি আরব	০	২.৩৬৩	৫.৫০০	২৪৫০.০৭৬	০.১২৫	০	৫.৪১৩	৮.২৭৮	০.০১১	০
২.	আমেরিকা	৮৫.০০৫	১২০.৮৪২	১৭.২৪৬	১৭৮.০১১	৪৯২.৬২৯	৬৪৩.৩৭৮	১৩.৫৭৪	৩২০.৭৩২	১৯.২৬১	১৬.৬৫৩
৩.	থাইল্যান্ড	২৫.৭৫০	১৮.৬৬৭	২৭.৬৭৩	৫৮৪.০৫৬	৬.০২৪	২.২৭৭	০.০৪৭	০.০৬৯	০	০
৪.	ভারত	১৬৯.৬২৩	৩৪.০৩৮	৩৩.৭৬৩	২০৯.৫০০	৩১০.১৩৯	৪০.৯৩৭	২৩.১২৮	২২.৫৪৮	১৫.৭৫১	১৮২.৩৪৬
৫.	দক্ষিণ কোরিয়া	৭.৯৬০	৪.৫৪১	১৬১.৫৪২	৯.১৫৯	১১৪.৬০২	১.৭৬১	২.৫২৫	০	১৩.৬৬০	০
৬.	মালয়েশিয়া	২.৩৬১	৮.৫৮৮	৮৮.৩৮৯	২৩.৮১৬	০.৫৬১	৩.৮৫২	১২০০.২৪৪	৫.২৯৪	০.০৪১	০
৭.	নেদারল্যান্ডস	০.৮৪৬	০.৬০৮	৪.৭৭৪	১৫.০৮১	০	১৭২০.৪০২	৪১.২৫০	১.১৭২	৮.২৫২	০.০৯১
৮.	চীন	১৬৮৩.৩২২	২৫.১০২	৭০.৩৯৬	৬১৫৩.৮৫৯	৩৭৫.১৮৯	৯৪৩.৬৪৭	১৯৩৪.৪১৩	৮৩.৮৫২	৭৯১.৯৫০	৩৪৯.১৩১
৯.	যুক্তরাজ্য	০	৫৮.১৫৭	৫.০৮২	২.৬২৮	৩৮৬.০৭২	০.২৬২	৬.৫০৬	১.১৬৮	৪.৩৭৫	১২.২৮৯
১০.	পাকিস্তান	০.৬৪৮	০	০	১.২৯৩	০	০	০	০	০	০.৬২৭
১১.	জাপান	১৬.৭৭৯	৭.২২৩	৫৯.৭৯১	১২.৩৭৫	৪৩.৭০৬	২৪৮.৫৪৯	১৮.২৯১	৩৪.০৩৯	২০.৯৮৯	০.৭৩৭
১২.	ডেনমার্ক	১.০৬২	০.৫১৪	০.০২৪	০	০	০	১৪.১৩০	০	০	০.১০৭
১৩.	শ্রীলঙ্কা	০.১৮৭	০	১.৬১১	০.২	৩.৫৩২	৯৮.২৯১	০.২৫২	৫.০২৮	০	৮.৮৫৬
১৪.	কানাডা	১.২৮০	৭.১৯৮	০.৮৪৯	০	৩.১১৪	০.১৩৩	০	০.৫৯৭	০.২০৫	০
১৫.	তাইওয়ান	৩.৬৮৪	১৬.৫৯৪	০.৮২২	০	০.১৫২	১.১৫৭	৭৭.৫৮৯	০	৯.৪৪৩	০.৫০০
১৬.	সিঙ্গাপুর	২৯.৩২৮	৯.৬০৫	১.৯৭৭	৫৯৬.৯১৪৯	২৩৬.০৮৯	১২৪৭.৪২৬	১৬৭.৫৮৬	৩০৩.১২৯	১.৮৮৮	৪৩.১০৯
১৭.	তুরস্ক	০	২.২৭১	০.২৮৮	১.০২৬	৮.৫৩৫	০	২.৭৭০	০	১৩৪.৬২১	০
১৮.	ইতালী	২.৩৯২	১.১২৭	০	১৬.৩৭৬	০	০	০	০	০.২৩৫	০
১৯.	হংকং	৩.৬৪৬	৮.৩৪২	২.৮৮৬	৩৮.০৬৯	৬.৫২০	২৯.৯১০	০.৮৫০	০	১৫৭.১৫৪	২.৫২৮
২০.	আফ্রিকা	০	৩.৬২৭	০	০	০	০	০.৩২০	০	০	০
২১.	আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	০	০	০.২৩৯	৫০.১৩০	০	০	০	০	০	০
২২.	বার্মুডা	০	০	০		০	০	০	০	০	০
২৩	ফ্রান্স	০.৮০৬	০	০	৩.১১৭	০	০	০	৩.৯৩৪	১.৩২১	০.০৯৯
২৪.	লেবানন	০	১.১৩৬	০	০	০	০	০	০	০	০
২৫.	মরিশাস	৫.১২৮	৫৪.৬২৬	৯.৬৫৩	০	৩৪০.০০০	০	৩২.৫৪৫	০.৯৯৯	০	০
২৬	ফিলিপাইন	০	০	০	০	০	১০.২৭৪	০	০	০	০
২৭.	সুইডেন	০	১৬.২৭৬	১.৮৩১	১.০০৬	০	২.৩৭৭	০	১.৯৬২	৫.৫৫১	০.১১১
২৮.	সুইজারল্যান্ড	০.৫৮৯	১৪.৮২৪	০	০	০	১৭.৯০০	০	০.১২১	৬.৪৩৮	০.১৬৩
২৯.	ফিনল্যান্ড	০	০.৫৫৬	০	০	০	০	০	০	১.১৫৫	০
৩০.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	৫২.১৬০	০.৩০১	১.১১৭	৯.৫০০	৬৯৮০.০৩৭	০.৩০০	১০৮.৯৪৪	০	৭.২৩৩	০
৩১.	ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	০	০	৮.৯৮৮	০	০	১.০৩৫	০	০	০	০
৩২	জার্মান	২.২৬৬	১.৩৪৫	৬.৫৯৭	০.০৪৭	৭.০০৩	৪.০০০	৪.০১৯	৭৮.৩১০	৪.৬৫৪	৪.৩৩০
৩৩	অস্ট্রেলিয়া	৬.১৮২	১.০১৬	১.০৪৭	০	০	০	২.৫৮২	৬.০৯৫	০	১.৯৯০
৩৪.	স্পেন	০.০২৮	১.৬৯৬	০	১২.০১৪	০	১.৭১	০.৩৯৫	০.১১৪	০	০
৩৫	পোল্যান্ড	০	০.৮৯৪	০	০	০	০	০	০	০.৫৪৬	০
৩৬	বেলজিয়াম	০	০	০	০	০	০.৩৫	০	০	০	০.০২২
৩৭	মিশর	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩৮	হাঙ্গেরী	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩৯	নরওয়ে	০	০	০	০	৪.৭৮১	০	০	০	০.৫৭১	০
৪০.	জর্দান	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪১.	কুয়েত	০	০	০.৮৮৫	০	০	০	০	০	১.৫২৫	০
৪২.	মাল্টা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৩.	গিনি	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*
৪৪.	লিবিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৫.	সার্বিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৬.	ইয়েমেন	২৭.২৮৯	০	০.৩০৮	০	০	০	০	০	০	০
৪৭.	নাইজেরিয়া	০	০.৬১৪	০	০	০	০	০	০	০.০৫৪	০
৪৮.	ইরান	০	০	১.২৪৪	০	০	০	০	০	০	০
৪৯.	লিথুয়ানিয়া	০	০	০.৫০০	০	০	০	০	০	০	০
৫০.	উজবেকিস্তান	০	০	০	২.৭১৩	০	০	০	০	০	০
৫১.	বেলারুস	০	০	০	৫.৮৭৫	০	০	০	০	০	০
৫২.	নেপাল	০	০	০	০	১.৩৪৭	০	৮.১৪	০	০	১.০০০
৫৩	ওমান	০	০	০	০	০	০	০.১১৭	১.১৭৬	০	০
৫৪.	ইরিল্যান্ড	০	০	০	০	০	০	০.১১৮	০	০	০
৫৫.	ইংল্যান্ড	০	০	০	০	০	০	১.৩৪৬	০	০	০
৫৬	কোরিয়া	০	০	০	০	০	০	১৭.৩৮৫	১০.৫৯৫	১৬১.৭৯১	১.৪৫৩
৫৭.	বুলগেরিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০.১৬৪	০	০.৫৯৬
৫৮.	কাজাখিস্তান	০	০	০	০	০	০	০	০.৪১১	০	০
৫৯.	এঙ্গুলিয়া	০	০	০	০	০	০	০	২৮.২১১	০	০
৬০.	বাহামাস	০	০	০	০	০	০	০	০.১৯২	০	০
৬১.	রোমানিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০	০.৫৮৯	০
৬২	চেক রিপাবলিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০৪৫	০
৬৩	সুদান	০	০	০	০	০	০	০	০	১.০৪৮	০
৬৪.	চাদ	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১৫.৭০২
৬৫	কায়ম্যান আইসল্যান্ড	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০৪৫
	মোট	**২১২৮.৩২১**	**৪২২.৬৯১**	**৫১৫.০২১**	**১০৩৭৭**	**৯৭৪২.৩০৮**	**৫০১৯.৯২৮**	**৩৬৮৪.৪৮০**	**৯১৮.১৯০**	**৭৪৫.১১৯**	**১৩৭০.৩৫৭**

উৎসঃ পলিসি এডভোকেসী অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড।* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

সংযোজনী ১৪.৩
অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্প

ক্র: নং	খাত	সম্ভাব্য ব্যয় (মিঃমাঃডঃ)
	পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত	
১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	১২৪৩
২	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুরসড়কে মেঘনা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ	৮৭৮
৩	পাটুরিয়া-গোয়ালন্দতে ২য় পদ্মাসেতু নির্মাণ	১৫০০
৪	ঢাকা ইস্ট ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	২০৫০
৫	নারায়ণগঞ্জ শহরের জন্য লাইট রেপিড ট্রানজিট সিস্টেম	২০০
৬	খানজাহান আলী বিমানবন্দর, বাগেরহাট	৩০০
৭	ধীরাশ্রম রেলস্টেশনে নতুন আইসিডি নির্মাণ	১৫৩
৮	সার্কুলার রেলওয়ে লাইন	৮৩৭৩
৯	কমলাপুর রেলওয়েতে মাল্টি মোডাল হাব তৈরি	২৫৯৫
১০	বিমানবন্দর রেলওয়েতে মাল্টি মোডাল হাব তৈরি	২০০
১১	মংলা বন্দরে ২টি জেটি নির্মাণ	৯৪
১২	৩য় টার্মিনাল, হযরত শাহজালাল আন্তার্জাতিক বিমান বন্দর	২১৪৫
১৩	পায়রা পোর্ট কোল টার্মিনাল	৬৬০
১৪	খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা	৩০
১৫	বে-টার্মিনাল	২০৮৯
১৬	ইকুইপ,অপারেট এন্ড মেইন্টেইন পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল	৫৮
১৭	ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ (এন৩) হাইওয়েকে এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ	৩৫৯
১৮	হাতিরঝিল রামপুরা সেতু	২৬১
১৯	গাবতলী নবীনগর রোড	৩৪০
২০	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে উন্নীতকরন	১৪৬২
২১	এমআরটি লাইন-২	৩৪৭৯
২২	আউটার রিং রোড	১৫২৯
২৩	ময়মনসিংহ (এন৩) হাইওয়েকে এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ	৩৯৪.৫
	সামাজিক সুরক্ষা	
২৪	বয়স্ক নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও হসপিটালিটি কমপ্লেক্স নির্মাণ (অবসর)	১০
	বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	
২৫	বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি (ব্লক ২ ও ৫)	২১০
২৬	বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি (ব্লক ৩)	২৫
২৭	ইনফো সরকার ৩ (কম্পোনেন্ট-১)	৩৫০
২৮	ইনফো সরকার ৩ (কম্পোনেন্ট-২)	৩৫০
২৯	মহাখালী আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠা	২০
	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	
৩০	মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	১২
৩১	মিরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৭৩৫
৩২	টেক্সটাইল মিল, ডেমরা	৪০
৩৩	টেক্সটাইল মিল, টঙ্গী	৫০
৩৪	কক্সবাজারে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	১০০
৩৫	সিলেটে পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণ (বিদ্যমান পর্যটন হোটেলে)	২০
৩৬	তিন তারকা হোটেল, পশুর, মোংলা, বাগেরহাট	১৫
৩৭	কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (মোটেল উপল)	৪৫
৩৮	পাঁচ তারকা হোটেল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুজগুন্নি, খুলনা	৩০
৩৯	টাঙ্গাইল কটন মিল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা	১৫০
৪০	বিটিএমসিঃ আর আর টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪১	বিটিএমসিঃ মাগুরা টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০

ক্র: নং	খাত	সম্ভাব্য ব্যয় (মিঃমাঃডঃ)
৪২	বিটিএমসিঃ দোস্ত টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪৩	বিটিএমসিঃ রাজশাহী টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪৪	জামালপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৪০
৪৫	সেন্ট্রাল এফলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (সিইপিটি)	২২
৪৬	বিটিএমসিঃ এশিয়াটিক কটন মিল লিমিটেড	৫০
৪৭	বিটিএমসিঃ জলিল টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪৮	বিটিএমসিঃ বেঙ্গল টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪৯	বিটিএমসিঃ সুন্দরবন টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৫০	বিটিএমসিঃ আমিন টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৫১	বিটিএমসিঃ রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৫২	বিটিএমসিঃ দিনাজপুর টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৫৩	বিটিএমসিঃ দারওয়ানি টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৫৪	বিটিএমসিঃ আফসার কটন মিল লিমিটেড	৫০
	গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী	
৫৫	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য ইন্টিগ্রেটেড ওয়েস্টওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উন্নয়ন	৬৪
৫৬	নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য ঢাকায় বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (ঝিলমিল প্রকল্প)	১১৭৪
৫৭	মিরপুরে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ	৪৪
৫৮	পূর্বাচল পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও পয়:নিষ্কাশন প্রকল্প	৮০
৫৯	চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন ও আবাসিক এপার্টমেন্ট নির্মাণ	২০০
৬০	পূর্বাচলে হাই রাইজ এপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্প	৫০০
৬১	জাকির হোসেন রোড চট্টগ্রামে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ	৫০
৬২	চট্টগ্রাম রেলওয়ের জমিতে হোটেল কাম গেস্ট হাউজ ও শপিং মল নির্মাণ	৬
৬৩	খুলনায় রেলওয়ের জমিতে হোটেল কাম গেস্ট হাউজ ও শপিং মল নির্মাণ	৩০
৬৪	চট্টগ্রামে নো-ভিউ গেস্ট হাউজ নির্মাণ চাষাড়া বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (পিপিপি ভিত্তিতে)	২২
	স্বাস্থ্য খাত	
৬৫	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার নির্মাণ ঢাকার কিডনী হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার স্থাপন	৩
৬৬	চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন	৪৭
৬৭	টঙ্গীতে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (পিপিপি পদ্ধতিতে)	৩৫
৬৮	নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (পিপিপি ভিত্তিতে)	৩৫
৬৯	কমলাপুর মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	১০০
৭০	সৈয়দপুর মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৭১	পাকশীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৭২	খুলনা রেলওয়ের জমিতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও ২৫০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ	১০০
	সাধারণ সরকারি সেবা	
৭৩	কম্প্রিহেন্সিভ নন-ইন্ট্রুসিভ ইন্সপেকশন প্রকল্প	১০০
	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	
৭৪	কন্সট্রাকসন অফ এলপিজি ইমপোর্ট, স্টোরেজ এন্ড বটিং প্ল্যান্ট এট কুমিরা	৫০
	শিক্ষা	
৭৫	দি ইনোভেশন এন্ড ইনোভেটর সেল প্রকল্প	১০
	কৃষি	
৭৬	কম্পোজিট রাইস মিলস	১৭০
	পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি	
৭৭	চট্টগ্রাম মহানগরের পতেঙ্গা পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প	৩০০
৭৮	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর পানি সরবরাহ	১৫০০

উৎস: পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ